"দেশ ও জনগনের অতন্দ্র প্রহরী"
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, অষ্ট্রেলিয়া
(Reg No. Y2366419) BANGLADSH MUKTIJUDDHA SHANGSAD, AUSTRALIA INC

Address:1,Boree Place, Macquarie Fields. NSW 2564 Australia. phone:0414331731,0403610212,mokti712gmail.com

সিডনিতে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অষ্ট্রেলিয়া আয়োজিত বিজয় দিবস ২০১০ পালিত

বিশেষ সংবাদ দাতা ; ১৯শে ডিসেম্বর রবিবার ।সিডনির বাংলাদেশী অধ্যুষিত পাঞ্চবোল এলাকার, পাঞ্চবোল কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজন করা হয়েছিল বিজয়দিবসের এই অনুষ্ঠান । ''সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ''শিরোনামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে এক মিনিট দাড়িয়ে নীরবতা পালনের পর শুরু হয় ৭১'র মহান মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতিচারণ ও আলোচনা ।মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন ইতিহাস সম্মন্দে প্রশ্ন উত্তর পর্ব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন ছিল । হল পরিপুর্ণ অতিথি সমাগমে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিটি অব কেন্ট্যাবেরীর মেয়র রবার্ট ফোরেলো এম পি ।অনুষ্ঠানের মুল বক্তা ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অষ্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের হাইকমিশনার মান্যবর লেঃ জেঃ মাসুদউদ্দিন চৌধুরী । অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অষ্ট্রেলিয়ার সভাপতি মিজানুর রহমান তরুন । আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এর আহবায়ক জসিম উদ্দিন চৌধুরী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগত ভাষন দেন ,তিনি প্রবাসে বসবাস করেও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে তার সংগঠন সহযোগিতা করতে পেরে গর্বিত বলে উল্লেখ করেন ।স্মরন করা যায় যে দেশে-বিদেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগঠন গুলিকে অনুষ্ঠান শুরুর প্রথমে একমিনিট নীরবতা পালনের মধ্যদিয়ে ৩০লক্ষ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর দাবি করে আসছেন জনাব জসিম উদ্দিন চৌধুরী ।এরপর প্রবাসে
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে সিডনিতে গঠিত বাংলদেশ এসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম,তিনি ৭১'র স্মৃতিচারণ করে সিডনিতে সে সময়ে তাদের ভুমিকা তুলে ধরেন ।এরপর বর্তমান প্রজন্মের মুখো-মুখি অনুষ্ঠানে দাড়িয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অষ্ট্রেলিয়ারবীর মুক্তিযোদ্ধাও সংগঠনের সাধারন সম্পাদক হারুন রশীদ আজাদ মুক্তিযুদ্ধের সময় কালিন বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তর পর্বে তার জীবনে সেচ্ছা সেবক থেকে মুক্তিযোদ্ধাহওয়ার
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেন , অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের মধ্য থেকে অনেকের বক্তৃতা দেওয়ার কথা থাকলেও মসয় সংক্ষিপ্ততার জন্য তা সম্ভব হচ্ছেনা বলে দুঃখ করেন সাধারন সম্পাদক । প্রধান অতিথি সিটি অব কেন্টাব্যারির মেয়র ও এম পি রবর্টি ফোরেলো খ্রীষ্টমাস উপলক্ষে অন্যান্য স্থানে উপস্থিতির কারণে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, মেয়র তার বক্তব্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিজয় দিবসের আয়োজনকে স্বাগত জানান,সেই সাথে সিডনিতে বাংলাদেশ কমিউনিটির অভিবাসন দ্রুত বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন । বাংাদেশী বসতি বৃদ্ধির কারনে লাকেম্বা লাইব্রেরিতে তার প্রশাসন কর্তৃক বাংলা বই সরবরাহের কথা তুলে ধরেন তার ভাষনে । এরপর অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ও বিশেষ অতিথি গন-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অষ্ট্রেলিয়াস্থ মানীয় হাইকমিশনার লেঃ জেঃ মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ৭১'র যুদ্ধে ৩০লক্ষ শহীদের ও নির্যাতীত মাবোনদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেন,এরপর জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তার সংগ্রামে ২৩ বছরের সফল নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য গড়ে তোলা জাতিয় ঐক্যের বিচক্ষনতার স্মৃতিচারণ করেন । তিনি অবিভুত হয়ে বলেন একটি সুশিক্ষিত পাকিস্তানি আধুনিক সেনাবাহী নির বিরুদ্ধে একটি নিরস্ত্র জাতিকে মুখোমুখি লড়াইয়ের মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে আনতে জাতিকে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তা সত্যিই এক বিরল দৃষ্টান্ত । মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান তরুন সভাপতির ভাষনে অনুষ্ঠানে আগত মেয়র ও বাংলাদেশ সরকারের অষ্ট্রেলিয়াস্থ হাইকমিশনার লেঃ জেঃ মাসুদ উদ্দীন চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানান,সেইসাথে অধীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষায়মান
অতিথিদের সুবিধার্থে পরবর্তি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্ব শুরু করতে অনুরোধ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন । সিডনির বিভিন্ন সামাজিক সংগঠণের কর্ম কর্তাগনের কয়েকজন অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন । উল্লেখযোগ্য সংগঠনের মধ্যে ,বাংলাদেশ এসোশিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম , বঙ্গবন্ধু সোসাইটি তথা
বঙ্গবন্ধু পষিদের সভাপতি ডঃ নিজাম উদ্দিন আহমেদ , সাবেক সভাপতি ডাঃ নুরুর রহমান খোকন , ডাঃ লাভলী রহমান , আওয়ামি লীগ অষ্ট্রেলিয়া শাখার সাধারন সম্পাদক আনিসুর রহমান রিতু , বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলের সভাপতি শেখ শামিমুল হক শামীম ,বাংলাদেশ কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি শাহ আলম , নিউ সাউথ ওয়ালস শ্রমিক পার্টি নেতা মাসুদ চৌধুরী , এছাড়া লেখক কলামিষ্ট ,মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব সহ বিভিন্ন শ্রেনীর পেশাজীবি মানুষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় ।সমগ্র অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন রাজিয়া সুলতনা ও ডাঃ আশা ফারহানা,তত্বাবধানে ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা আবুল বাশার ,খন্দকার জাহিদ হাসান ,আঃ হাকিম , বাচ্চু , শিবলু ছাদেক ,অপু ও সাখাওয়াত ,। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি শুরুর আগে বাংলাদেশের টিভি ও বেতারের শিল্পী তৃনা পরিবেশন করেন ''একজন লতিফার গল্প''এক মুক্তিযোদ্ধার কন্যার একক চরিত্রের নাটক,গভীর আগ্রহ নিয়ে উপস্থিত দর্শক নাটকের অভিনয়টি উপভোগ করেন ।
অতিথি শিল্পী হিসাবে ছিলেন নাসিম হোসেন , দেশাত্ববোধক গানের অনুষ্ঠানটির নেতৃত্বে ছিল স্থানীয় ''ঐকতান শিল্পী গোষ্ঠি '' বাংলাদেশ ও অষ্ট্রেলিয়ার জাতিয় সংঙ্গীত দিয়ে শুরু করেন তাদের সাজানো মনোরম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।অভিজ্ঞ এই শিল্পীগোষ্ঠির দেশাত্ববোধক গান উপভোগ করার মত ছিল । তাদের চারজন ক্ষুদে শিশু শিল্পী সকলের মন জয় করেছে । তাদের আগ্রহ ও বেশ ভুষনের মধ্যদিয়ে তারা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে , সিডনির সাংস্কৃতিক শুন্যতা পুরণে তারা সচেষ্ট ।